Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বর্গীয় ‘ব’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’- এর জট : বিদ্যাসাগরের সংশয়

অধ্যাপক মনসুর মুসা *[১]

০.১ ভূমিকা

বাংলা ভাষা ও বাংলা বর্ণমালার আলোচনার ক্ষেত্রে কতকগুলো দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক আছে। সেগুলোর মধ্যে ঙ, ঞ, ন, ণ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, য, য় বর্গীয় ‘ব’ বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। উপযুক্ত গবেষণা কর্মের অভাবে এই ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটেনি। বর্তমান আলোচনা শুধু ‘ব’ আর ‘ব’ -এর আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে। ভাষা-বিকাশের একটি পর্যায়ে এ ধরনের সমস্যাকে অস্বাভাবিক ভাবার কোনো কারণ নেই।

১.০ ঐতিহাসিক জট

বর্গীয় ‘ব’ অর্থাৎ প ফ ব ভ ম বর্গের তৃতীয় সদস্য ব, আর য ল শ এই পংক্তির ‘ব’ (wa)-য়ের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক জট লেগে আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও এই জট খুলতে সচেষ্ট হননি। ফলে তাঁর নিজের নামের বানানে পর্যন্ত এই জট নানাভাবে ভূতের মতো অদ্ভূত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিচে তাঁর নামেও অভিব্যক্ত এই জট দেখা যেতে পারে। তারপর এই জটের অস্তিত্বের ব্যাপারে স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুধাবন উপস্থিত করা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জোন্স যখন বাংলা বর্ণমালার ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণ করছেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে কি মন্তব্য করেছেন।

১.১ উইলিয়াম জোন্স কি বলেছেন?

১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স A Dissertation on the Orthography of Asiatic Words in Roman Letters শীর্ষক আলোচনা সভার সভাপতির ভাষণে বাংলাভাষার বর্ণগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রোমান অক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণ করে উচ্চারণ নির্দেশও করেছেন। যে ক্রমানুসারে তিনি বর্ণগুলো বিন্যাস করেছেন, তা নিম্নরূপ:

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	
ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ	(১৬)
ক	খ	গ	ঘ	ঙ				
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ				
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ				
ত	থ	দ	ধ	ন				

[1] বিভাগীয় প্রধান, ভাষা যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগ ,গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

* **Corresponding Authors email:** monsurmusa67@gmail.com **Phone:** +8801715208167.

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

প ফ ব ভ ম

য র ল ৱ শ

ষ স হ ক্ষ (৩৪)

বর্গীয় 'ব' সম্বন্ধে জোন্স লিখেছেন:

> 'The Soft Labial in Buddha, Wise, And the Second Letter in Most Alphabets Used By Europeans; which begin with a Labial a Palatine, and a lingual. It ought ever to be distinguished in Nagari by a transverse bar, though copyists after omit this useful distinction.'

বর্গীয় ব-তে মাত্রা না দেওয়াটা যে পাণ্ডুলিপিকরদের ভুল, সেটা জোন্স বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো সতর্ক দৃষ্টি অনেকের ছিল না।

উইলিয়াম জোন্স অন্তঃস্থ 'ৱ' সম্বন্ধে লিখেছেন:

> 'When this Character Corresponds, as it sometimes does in Sanskrit, with our wa, it is in fact fifth short vowel Preceding another in forming a diphthong, and might easily be spared in our system of letters; but when it has the sound of va, it is a Labial, formed by striking the lower Lip against the upper teeth, and might thus be arranged in a series of Proportional, pa, fa, ba, va.'

প, ফ, ব, ভ আনুপাতিক সিরিজ, কিন্তু ছকের সৌষম্য (Pattern Congruity) এর ধারণা তখনও ভাষাতত্ত্বে আসেনি। তাই উইলিয়াম জোন্স মন্তব্য করেছেন:

> 'It cannot easily be pronounced in this manner by the inhabitants of Bengal, and some other Provinces, who confound it with b2, from which it ought carefully to be distinguished; Since we cannot conceive, that, in so perfect symbols for the same sound. In fact, the Montes Parveti of our ancient geographers were so name from Parveta, not Parbeta, a mountain. The waw of the Arabs is alwas a Vowel, either separate or coalescing with another in the form of a diphthong; but in Persian words it is a consonant, and pronounced like our va, though with rather less force.' (page:22)

বঙ্গীয় উচ্চারণে কিভাবে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ৱ' জট সৃষ্টি করেছে, তা জোন্সের এই মন্তব্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

১.২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কালের সমস্যাঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বানানের ক্ষেত্রে নানাবিধ সংশয়ে ছিলেন। বিশেষ করে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' দিয়ে তাঁর দৃষ্টান্তগুলো খুব যুক্তি-সম্মত ছিল না। **বর্ণপরিচয়**-এর প্রথমভাগে তিনি বর্গীয় 'ব'-এর ব্যবহার দেখিয়েছেন 'বাঘ' শব্দে, আর অন্তঃস্থ 'ব' এর উদাহরণ দেখিয়েছেন 'বিড়াল' শব্দে। কোনো কোনো সংস্করণে 'বুলবুলি'ও দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের নামের ইংরেজী বানানেও নানা তারতম্য দেখা যায়। এটা প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমস্যাটি প্রথমে আমরা কালানুক্রমিক দিক থেকে দেখতে চাই। সেজন্য তাঁর নামের ইংরেজী বানান কালক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া হল:

এক.	Ishwar Chunder Shurma	২৮শে মার্চ, ১৮৪৬
দুই.	Ishwar Chundra Shurma	২০শে এপ্রিল, ১৮৪৭

১৮৪৬ ও ১৮৪৭ সালের দুটি বানানের অমিল চন্দ্রের er আর ra-তে। ঈ-র জন্য I, শ-র জন্য sh ঠিক আছে।

তিন.	Iswar Chandra Sharma	৩রা মে, ১৮৪৭
চার.	Iswar Chandra Shurma	১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫০

১৮৪৭ ও ১৮৫০ এর দুটো বানানে sh-এর পরিবর্তে শুধু s ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তুaও u-এর ব্যত্যয় আছে।

পাঁচ.	Eshwar Chandra Sarma	২৮শে মার্চ, ১৮৪৬
ছয়.	Eshwar Chander Sarma	১২ই এপ্রিল, ১৮৫২

পূর্ববর্তী 'শর্মা'তে uএখানে a হয়ে গেছে।

সাত.	Eshwar Chandra Sharma	২১শে জানুয়ারি, ১৮৫৪
আট.	Eshwar Chandra Sharma	২১শে নভেম্বর, ১৮৫৫
নয়.	Eshwar Chunder Sharma	৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

১৮৫৩-যেChunder, ১৮৫৪ ও ১৮৫৫-তে তা হয়ে গেছে Chandra।

দশ.	Eswar Chunder Surma	৫ই অক্টোবর, ১৮৫৩
এগার.	Ishwar Chunder Surma	৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪
বার.	Ishwara Chandra Sarma	(?)

এ পর্যন্ত প্রতিবর্ণীকরণ হয়েছে w দিয়ে । চন্দ্র u/a এবং er/ra হয়ে গেছে।

তের.	Isvara Chandra Sarma	(?)
চৌদ্দ.	Isvara Chandra Sarma	৫ই অক্টোবর, ১৮৫৮

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

পনের. Isvar Chandra Sarma ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৬৬

১৩নং, ১৪নং এবং ১৫নং এই তিনটি বানানে আছে v, অর্থাৎ অন্তঃস্থ ‘ব’-এর জন্য v নির্ধারিত হয়েছে।

ষোল. Eshwar Chunder Surma ২রা জুলাই, ১৮৫৫

I হয়েছে E, w ফিরে এসেছে।

সতের. Eshur Chunder Shurma ৮ই অক্টোবর, ১৮৫৫

আঠার. Eshur Chunder Shurma ২০শে এপ্রিল, ১৮৫৫

এখানে v এর স্থানে u আছে। চন্দ্র-এ u আছে দুটোতে।

উনিশ. Eshwur Chundra Sharma ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯

বিশ. Eshwar Chundra Shurma ১০ই জুলাই, ১৮৫৭

১৯নং এবং ২০নং বানানে আছে w, আবার শর্মাতে a হয়ে গেছে u।

একুশ. Issurchandra Sarma ৬ই আগষ্ট, ১৮৬৬

এখানে h বাদ ss দিয়ে ,a এবং u আছে।

বাইশ. Ishwar Chandra Surma ২২শে জানুয়ারি, ১৮৬৭

তেইশ. Iswar Chundra Sarmah ২৬শে জুন, ১৮৬৭

২২নং এবং ২৩নং বানানে আছে w; প্রথমটিতে h আছে, দ্বিতীয়টিতে নেই; শর্মাতে h যুক্ত হয়েছে।

চব্বিশ. Isvar Chandra Sarma ১লা অক্টোবর, ১৮৬৭

২৪নং বানানে v ফিরে এসেছে; u চলে গেছে।

পঁচিশ. Iswar Chandra Sarma ৮ই জুন, ১৮৭২

ছাব্বিশ. Iswar Chandra Sarma ২৩শে মে, ১৮৭২

২৫নং এবং ২৬নং বানানে আছে w; ‘চন্দ্র’ ও ‘শর্মা’ একরূপ আছে।

সাতাশ. IsvaraChandra Sarma ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭২

আঠাশ. Isvar Chandra Sarma ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪

শেষ বানান দুটোতে v; ২৭নম্বরে a যুক্ত হয়েছে, ২৮ নম্বরে a নেই।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

১.৩. ঈশ্বরের আর্ষপ্রয়োগঃ

বাংলায় আধুনিক যুগ যখন সূচিত হলো, তখন দুই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট হলো বাংলা ভাষা। একজনের নাম ঈশ্বরগুপ্ত, তিনি কবি; আর একজন ঈশ্বর কবি নন, গদ্যশিল্পী; তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথম ঈশ্বরের দৃষ্টি ছিল পেছনের দিকে, সামনের দিকের উজ্জ্বলতা তাঁর চোখে খুব বেশি পড়েনি। দ্বিতীয় ঈশ্বরের পেছনের দিকের দৃষ্টি যেমন প্রসারিত ছিল ইতিহাসের সূচনার দিকে, তেমনই দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে; কয়েক শতাব্দী না হোক, কয়েক যুগ তো বটেই।

১.৪. রাইম এন্ড রিজন (Rhyme and Reason)

রাজা রামমোহনের পরে বাংলাদেশের জনজীবনে যাঁর কৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন বাংলার সামাজিক জীবনকে রাইম (Rhyme) থেকে রিজনে (Reason) নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তেমন সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর উপস্থিতি ছিল সচেতন ও উপযোগিতামুখী।

১.৫. বিদ্যাসাগর-প্রাপ্ত ঐতিহ্যঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার জগতে আনয়ন করার জন্য বাংলা বর্ণ পরিচয়ের বই লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের আগেও বাংলা বর্ণমালা ছিল। রামমোহন রায় বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে লিখেছেন, তারও আগে লিখেছেন উইলিয়াম কেরী, হ্যালহেড, উইলিয়াম জোন্স। তারও আগে ম্যানুয়েল দা আস্‌সুম্পসাঁও (১৭৪৩), ওগুস্তো ওসাঁ লিখেছেন। আরো যে কেউ লিখেননি একথাও বলা যায় না। স্বদেশীদের মধ্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং অন্যান্য মধ্যযুগীয় কবিরা পুথিপত্র লেখার কাজে বাংলা বর্ণমালার ছকটির কথা নানা প্রসঙ্গে উল্লেখও করেছেন। ১৬ স্বর এবং ৩২ ব্যঞ্জনের উল্লেখ বহু পুথিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলা বর্ণমালার ইতিহাস মধ্যযুগের কবিদেরও জানা ছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

১.৬. দুটো 'ব' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাঃ

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *বাংলা ভাষা পরিচয়* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

> 'সংস্কৃতে অন্তঃস্থ, বর্গীয় দুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় 'ব'-এর ব্যবহার। হাওয়া খাওয়া প্রভৃতি ওয়া, ওয়ালা শব্দে অন্তঃস্থ ঃ' এর আভাস পাওয়া যায়। আসামী ভাষায় এই ওয়া অন্তঃস্থ ঃ' ব দিয়েই লেখে, যেমন- হওয়ার পরিবর্তে 'হবা' এবং অন্তঃস্থ ঃ' এর সংযুক্ত বর্ণেও রসনা অন্তঃস্থ ঃ' কে স্পর্শ করে, যেমন- আহ্বান, জিহ্বা।' (*বাংলা ভাষা পরিচয়*- পৃ.৭৮)

রবীন্দ্রনাথ এখানে থেমে গেছেন, নিশ্চিত হওয়ার মতো তাত্ত্বিক পদ্ধতি কিংবা যান্ত্রিক পদ্ধতি তাঁর হাতে ছিল না।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

১.৭. মধ্যযুগের সমস্যার আধুনিক কালে নবায়নঃ

শুধু মধ্যযুগ কেন, প্রাচীন বাংলার কবিরা 'আঁলিএঁ কাঁলিএঁ' যখন বলেন, তখনও কি বাংলা বর্ণের ইতিহাসের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় না? কিন্তু ইতিহাসের কোন ব্রাহ্মমুহূর্তে বাংলা বর্ণমালার উদ্ভবে ব্রাহ্মলিপি ও খরোষ্ঠিলিপি সমন্বিত হয়েছিল, জানা যায় না। কোরিয়ার হাঙ্গুলের উদ্ভাবক হিসেবে আমরা সে দেশের রাজা মহামতি– 'সে জোঙ'-এর নাম জানতে পারি, কিংবা জানতে পারি সিরিল লিপির প্রবক্তা 'সন্তো সিরিল'-এর নাম, কিংবা জানতে পারি নরওয়েজিয়ান লিপির প্রবর্তক বিখ্যাত বৈয়াকরণ 'আইফর আহসান'-এর নাম। সে রকম কারো নাম বঙ্গলিপির ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি না। প্রাচীনকালের একজন বৈয়াকরণের নাম এবং কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস যাঁরা আধুনিককালে লিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২.০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নির্দেশনার তাৎপর্যঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের সূচনায় যে মহাপণ্ডিতের অবদান সবচেয়ে অধিক, তিনি হচ্ছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি তাঁর একাধিক রচনায় গৌতমবুদ্ধের সময় থেকে চর্যাপদের যুগ পর্যন্ত যে ভাষিক-পরিস্থিতি এই অঞ্চলে বিরাজমান ছিল, তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একজন বাংলা বৌদ্ধ পণ্ডিতের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সেই বৌদ্ধপণ্ডিত সংস্কৃত ও বঙ্গলিপির সংস্কারের কাজ করেছেন। তিনি ব্যাকরণবিদ পুরুষোত্তমের কথা বলেছেন। পুরুষোত্তমের বৈয়াকরণিক প্রজ্ঞার কথা বলেছেন, পুরুষোত্তমের পাণিনি ব্যাকরণের কথা বলেছেন, বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শনের সংঘাতের কথা বলেছেন। পুরুষোত্তম যে বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৈয়াকরণ হিসেবে স্বনামধন্য ছিলেন, একথা শাস্ত্রীর অনুসরণে অশোক বড়ুয়া উল্লেখ করেছেন।

২.১. ভাষাবৃত্তির সাক্ষ্য-প্রমাণঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগে কতকগুলো হস্তলিখিত পুথির মধ্যে 'ভাষাবৃত্তি' শিরোনামে কিছু পাণ্ডুলিপির হদিস পাওয়া যায়। 'ভাষাবৃত্তি'র রচয়িতার মধ্যে পুরুষোত্তম একজন। অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে যে পুরুষোত্তমের মতো প্রজ্ঞাবান বৈয়াকরণের পক্ষেই লিপির সুশৃঙ্খল বিন্যাস, লিপির আকার ও অবয়ব নির্ধারণ, লিপি ও ধ্বনির মধ্যকার অন্তর্দৃষ্টিগুলোর সম্পর্ক আবিষ্কার সম্ভবপর। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা এবং ব্রাহ্মীলিপি ও খরোষ্ঠিলিপির প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা না হলে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না।

২.২. উত্তমপুরুষ উত্তম কেন?

বাংলা ব্যাকরণে তিনজন পুরুষ আছেন। একজন উত্তম পুরুষ, একজন মধ্যম পুরুষ এর একজন প্রথম পুরুষ। উত্তমপুরুষ তৃতীয় পুরুষকে হটিয়ে দিয়ে প্রথম পুরুষ হয়ে গেছেন, আর যিনি প্রথম পুরুষ হওয়ার কথা তিনি প্রথম না হয়ে

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

উত্তমপুরুষের স্থান দখল করেছেন। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে সমস্যমান পদ হিসেবে দেখা যায়, উত্তম পুরুষ যে তাকে বলা হয়েছে 'পুরুষোত্তম'। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সৃষ্টির অভ্যন্তরে স্রষ্টা সংগোপনে অবস্থান করেন। উত্তমপুরুষের ছদ্মবেশে পুরুষোত্তম সংগোপনে অবস্থান করছেন কি না, কে জানে।

৩.০. দুই ঈশ্বরঃ

যে ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম তার মধ্যে একজন ঈশ্বর গুপ্ত আর একজন ব্যাপ্ত, এই ব্যাপ্ত ঈশ্বরই হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। এই উপমহাদেশের সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে পরম পুরুষের অস্তিত্ব সংযুক্ত আছে, তিনি প্রথম পুরুষ, তিনি অব্যক্ত।

৪.০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্কটঃ

বিদ্যাসাগর *বর্ণপরিচয়* লেখার আগেই শিক্ষা জীবনে এবং শিক্ষক জীবনে ব্যাকরণ পড়েছেন। সংস্কৃত বর্ণমালা ও বাংলা বর্ণমালার সাদৃশ্যের কথা তিনি জানতেন, কিন্তু সবকিছু জানতেন কি না, বলা মুশকিল। কারণ বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে নিয়ে খুবই বিব্রত অবস্থায় ছিলেন বলেই ঈশ্বরের প্রতিবর্ণীকরণ কী হবে, তিনি হয়ত তা ঠাহর করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর ইংরেজী ভাষা জানতেন। ইংরেজী তিনি শিখেছিলেন এবং ইংরেজীতে তিনি প্রতিবেদন লিখেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন। সম্প্রতি তাঁর লেখা কতকগুলো ইংরেজী ও বাংলা চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫.০. উপসংহারঃ

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু 'ঈশ্বর' নিয়ে বিচলিত হয়েছিলেন তা নয়, বিদ্যাসাগরেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। বিদ্যাসাগর ঋষিতুল্য লোক ছিলেন; তাঁর প্রয়োগ আর্ষপ্রয়োগ। গুরু বা ঐতিহ্য পরম্পরা অনুযায়ী গুরুমুখী বিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি বেঠিক কাজ করেছেন, এটা বলা যাবে না। সেজন্যই তাঁর প্রয়োগকে ঈশ্বরের **আর্ষ প্রয়োগ** বলে উল্লেখ করা যায়, তবে বিদ্যাসাগরের যুগে বাংলা বর্ণের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তা বিদ্যাসাগরের নামের বানানের বৈচিত্র্যে লক্ষ করা যায়।

*উৎস গ্রন্থঃ

১. বড়ুয়া, অশোক (১৩৭৭), *অন্তিকা* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। পুনর্মুদ্রণ: *অশোক বড়ুয়া রচনা সংগ্রহ*, সম্পাদনা, ইউসুফ মুহম্মদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর হিস্ট্রিক্যাল এন্ড কালচারাল স্টাডিজ।

২. 'মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেব ও বাংলা বর্ণমালা', তদেব, পৃ.২৭০-২৭৪।

৩. চট্টোপাধ্যায়, সুদিন (১৯৯৩) *বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, কলিকাতা: দে বুক স্টোর।

৪. মুসা, মনসুর (১৯৯৫) 'বাঙলা বানানের ভাষাতত্ত্ব', *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃ.৭৮।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay